ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১৬/০৪/২০১৮ ।।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক সামাজিক ন্যায় দিবস উদযাপিত

ধর্মনগর, ১৬ এপ্রিল।। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৪ এপ্রিল ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৮ তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক সামাজিক ন্যায় দিবস ও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ধর্মনগরস্থিত বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক শরদিন্দু চৌধুরী বলেন, গ্রাম স্বরাজ এর কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম দিনটি আজ সামাজিক ন্যায় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তিনি বলেন, কোন মানুষকে পেছনে রেখে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। যারা এখনো পেছনে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই প্রসঙ্গে গ্রাম স্বরাজ অভিযানের কর্মসূচিতে যে সব প্রকল্প চালু হয়েছে সে সব প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা অধিক সংখ্যক মানুষ যাতে নিতে পারেন এজন্য প্রকল্পের বিষয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং মানুষকে প্রকল্প সম্পর্কে জানাতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সচেতনতা কর্মসূচি নেয়া হবে।

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গুরুপদ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী জওহর চক্রবর্তী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রসিক রঞ্জন গোস্বামী, ধর্মনগর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ দাস প্রমুখ ড. বি আর আম্বেদকরের জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য্য, ধর্মনগর রাগনা সীমান্ত হাট উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মৃনাল কান্তি নাথ, সাধারণ সম্পাদক ধবলেন্দু ভট্টাচার্য্য, সমাজসেবী ভবতোষ দাস প্রমুখ।

এই অনুষ্ঠানে ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মহকুমার ৪৭৮ জন তপশিলী জাতি এবং ১৪৬ জন ও বি সি ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ড. বি আর আম্বেদকর মেধাবৃত্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ড. বি আর আম্বেদকরের জীবনী বিষয়ে আয়োজিত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বই ও কলম উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ ড. বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

রাজ্য ভিত্তিক বুইসু উৎসবের উদ্বোধন বাবা গড়িয়া সমৃদ্ধির প্রতীক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

তেলিয়ামুড়া, ১৬ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজের উদ্যোগে গত ১৪ এপ্রিল তেলিয়ামুড়া ব্লকের মানিক বাজারে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য ভিত্তিক বুইসু তের এবং ত্রিং ১৪২৮ উৎসব। এই উৎসবের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি, যা দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। আমরা বাবা গড়িয়ার পূজা করি, কারণ জুম চাষের ফসল বাবা গড়িয়া রক্ষা করেন। বাবা গড়িয়ার পূজা সমৃদ্ধির প্রতীক। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব ত্রিপুরার ইতিহাস টেনে বলেন, ত্রিপুরার রাজারা সর্বদাই ত্রিপুরাবাসীর হিতের কথাই চিন্তা করেছেন। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য অতি অল্প বয়সে প্রয়াত হলেও তিনি ত্রিপুরায় এয়ারপোর্ট, উন্নত রাস্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে কিরীট বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের আমলে ত্রিপুরা আরও উন্নতির পথে এগোয়। মহারাজাদের এমন সব মহান পদক্ষেপের জন্য রাজ পরিবার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সম্পদে-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। বিগত সরকার এই সম্পদগুলিকে সঠিকভাবে রাজ্যের উন্নতিকল্পে কাজে লাগাতে পারেনি। তিনি বলেন, আগামী দিনে রাজ্যের রাবার, বাঁশ, ক্যুইন আনারস, নদী, জল ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরাকে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম উন্নত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন স্থল বিশেষ করে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, ছবিমুড়া, নীরমহল ইত্যাদিকে দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তিনি দেশের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় রাজ্যে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, গরীবদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বীমার কথাও তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।

এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাসচৌধুরী, প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মণ, মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব, শান্তিকালী মিশনের স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি জয়ন্ত দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ দেন ক্ষত্রিয় সমাজের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ নতুন বছরের ক্যালেন্ডারের আবরণ উন্মোচন করেন । অনুষ্ঠানে হজাগিরি, গড়িয়া নৃত্য পরিবেশিত হয়।

আমবাসায় বস্ত্র বিতরণ

আমবাসা, ১৬ এপ্রিল।। আমবাসা ছিন্নমস্তা চড়ক মেলা কমিটির উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় গত ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় আমবাসা পি ডব্লিউ ডি পুরাতন কার্যালয়ের সন্নিকটে বসন্ত উৎসব, গুণীজন সংর্বধনা এবং বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিধায়ক পরিমল দেববর্মা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা ছিন্নমস্তা চড়ক মেলা কমিটির সম্পাদক উত্তম অধিকারী, সভাপতি সুবল দেব, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী গোপাল সূত্রধর, ধলাই জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের উপ-অধিকর্তা পাইমং মগ, ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আই সি ও গৌতম দাস, আমবাসা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রতন সাহা, প্রাক্তন শিক্ষিক লালহরি শর্মা, এলাকার বিশিষ্ট শিল্পী অপর্ণা চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, আমবাসা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যদের, প্রাক্তন শিক্ষক, বিশিষ্ট শিল্পী, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য গুণীজনদের সংর্বধনা দেওয়া হয়। আমবাসা ছিন্নমস্তা চড়ক মেলা কমিটির পক্ষ থেকে এলাকার ৬০ জন বয়স্ক ও গরীব মানুষের

মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের অতিথিগণ তাদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের জনগণের কল্যাণে এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমবাসা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রতন সাহা ও সদস্য পরেশ্বর বিশ্বাস। স্বাগত ভাষণ দেন আমবাসা ছিন্নমস্তা চড়ক মেলা কমিটির সম্পাদক উত্তম অধিকারী। বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন এলাকার শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

আমবাসা মহকুমা ভিত্তিক আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

আমবাসা, ১৬ এপ্রিল।। আমবাসা মহকুমা প্রশাসন এবং আমবাসা পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গত ১৪ এপ্রিল সকালে আমবাসা পুর পরিষদের কার্যালয় প্রাঙ্গণে সারা রাজ্যের সাথে ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, আমবাসা পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শিপ্রা ভট্টাচার্য্য, আমবাসা মহকুমা শাসক জে ডি দোয়াতি, আমবাসা ব্লকের বি ডি ও ডাঃ বিশাল কুমার, আমবাসা পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনিবাহী আধিকারিক শুভব্রত দে সহ বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনী, দেশের জন কল্যাণ মূলক কাজ সর্ম্পকে আলোচনা করেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, আমবাসা মহকুমা শাসক জে ডি দোয়াতি।

বিশালগড়ে ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

বিশালগড়, ১৬ এপ্রিল।। বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গত ১৪ এপ্রিল বিশালগড় মহকুমায় ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ওইদিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। গকুলনগর বি এস এফ ক্যাম্প থেকে বিশালগড় কেন্দ্রীয় কারাগার পর্যন্ত এই ম্যারাথন দৌড়ে বিশালগড় মহকুমা শাসক সুধাকর সিন্ধে, বি এস এফ এর ডি আই জি ব্রিজেশ কুমার, এস ডি পি ও মিহিরলাল দাস, বিডিও অনুপম চক্রবর্তী সহ বি এস এফ এর জওয়ান, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী ও স্থানীয় জনগণ অংশ গ্রহণ করেন। রান ফর সোস্যাল জাষ্টিস এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদেরকে বি এস এফের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া কমলা দেবী কাজারিয়া কমিউনিটি হলে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনী নিয়ে তৈরী জব্বর প্যাটেল নির্দেশিত ডঃ বাবা সাহেব ছায়াছবিটি প্রদর্শিত হয়। এখানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনীর বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে আলোচনা করেন বিশালগড় মহকুমা শাসক সুধাকর সিন্ধে সহ সংশ্লিষ্ট অতিথিগণ। ছবি প্রদর্শনীতে মহকুমা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিল। ছবি প্রদর্শনীর শেষে ১৩ এপ্রিল আয়োজিত অঙ্কণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

খোয়াইতে ১২৮তম আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

খোয়াই, ১৬ এপ্রিল।। সারা রাজ্যের সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় খোয়াই জেলা ভিত্তিক গত ১৪ এপ্রিল ভারতরত্ন বাবা সাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী খোয়াই টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এর আগে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাছাড়াও আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী অমিত রক্ষিত মনোজ দাস, জেলা শাসক ডাঃ সন্দীপ এন মহাত্মে, অতিরিক্ত জেলা শাসক উত্তম মন্ডল, মহকুমা শাসক বিম্বিসার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, ডঃ বি আর আম্বেদকর সমাজের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী অমিত রক্ষিত, অধ্যাপিকা কল্পনা দাস, জেলা শাসক ডঃ সন্দীপ এন মহাত্মে। স্বাগত ভাষণ দেন অতিরিক্ত জেলা শাসক উত্তম মন্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনোজ দাস। খোয়াই জেলা প্রশাসন ও খোয়াই মহকুমা প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

দেশের ঐতিহ্যময় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে : উপমুখ্যমন্ত্রী

বিশালগড়, ১৬ এপ্রিল।। উন্নত সমাজ গঠনে দেশের ঐতিহ্যময় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। গতকাল বিশালগড় মহকুমার ব্রজপুর নাট মন্দিরে বৈশাখী উৎসব ও চড়ক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, দেশের ঐতিহ্য ধারার সাথে সংপৃক্ত কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ভুলে গেলে চলবে না। দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের নব গঠিত সরকার রাজ্যের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা ও তার প্রসারে গুরুত্ব দিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য এক উন্নত ত্রিপুরা গড়ে তোলা, এই লক্ষ্যে সরকার বাস্তবমুখী বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতির রঙ বিচার করা হবেনা। প্রত্যেক রাজ্যবাসীর কল্যাণে সরকার কাজ করবে। তিনি বলেন, প্রশাসনকে রাজনীতি মুক্ত রাখা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। রাজ্যে অনেক সমস্যা রয়েছে - এই সমস্যা দূর করে রাজ্যের সার্বিক বিকাশে সরকার বদ্ধপরিকর। উপমুখ্যমন্ত্রী এই কাজে রাজ্যের সব অংশের মানুষের স্বত:স্ফূর্ত সহযোগিতা চেয়েছেন।

বৈশাখী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ব্রজপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও শক্তি মঠের মহারাজ দেবেশানন্দ বলেন, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে যুব সম্প্রদায়কেই এগিয়ে আসতে হবে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্রজপুর বাজার কমিটির সম্পাদক রণজিৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস দাস, রাজকুমার দেবনাথ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন নন্দলাল ধর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক এথেনা মিত্র। বৈশাখী উৎসব ও চড়ক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আগরতলা থেকে আসা ও স্থানীয় শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ব্রজপুর শিববাড়ি উন্নয়ন কমিটি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই উৎসব আয়োজিত হয়।

তেলিয়ামুড়ায় সামাজিক ন্যায় দিবস উদযাপিত

খোয়াই, ১৬ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন ও পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গত ১৪ এপ্রিল নেতাজীনগর অশ্বিনী কুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ভিত্তিক সামাজিক ন্যায় দিবস ও ড: বি আর আম্বেদকরের ১২৮ তম জন্মদিবস উদযাপিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শ্রীমতি রায় বলেন, আমরা মানুষকে ন্যায় বিচার দিতে চাই। সকল ভেদাভেদ ভুলে জাতির উন্নয়ন করতে পারলেই ড: বি আর আম্বেদকরের জন্মদিবস পালনের সার্থকতা আসবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক ডা: অতুল দেববর্মা মহামানব ও মনিষীদের মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করার পাশাপাশি ড: বি আর আম্বেদকরের চিন্তা ধারা ও আদর্শ সমাজে ছড়িয়ে দিতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণ দেন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া কলেজের অধ্যক্ষ দেবব্রত রায়, পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দেব প্রমুখ। সভাপতির আসন অলংকৃত করন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

গান্ধীগ্রাম ও চম্পকনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভা কক্ষে গত ১১ এপ্রিল, ২০১৮ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক জানান, পশ্চিম জেলার অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলি থেকে মোট ৫,৬৮৫ জন ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মোট ৫৪,০৪৭ জন শিশুর মধ্যে ১৭,৯৯৬ জন শিশুর নাম আধারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, গান্ধীগ্রাম ও চম্পকনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়াও মহিলা কলেজ, মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ, বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ সহ মোট ১০টি বিদ্যালয়ে পরিবেশ সচেতনামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ডুকলি, জিরানীয়া ও পুরাতন আগরতলা ব্লকে মোট ৪০ জন কৃষককে বায়ো টেকনিক কীট দেওয়া হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিক জানান, বাবা সাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল, ২০১৮ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ভগৎ সিং প্লে সেন্টারে ক্রিকেট ও উমাকান্ত ময়দানে ফুটবল, কাবাডি, ভলিবল ও এ্যাথলেটিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাস। সভায় জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ দাস, সহকারী সভাধিপতি মনোমোহিনী দেবনাথ সহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

হরিণা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সাব্রুম, ১৬ এপ্রিল।। হরিণা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রতিভা বিকাশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। হরিণা কমিউনিটি হলে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক দীপক দাস ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

আমাদের সংবিধান দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন রেখা : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। ভারতের মতো নানা জাতি, নানা মত, নানা পরিধান ও নানা সংস্কৃতির মানুষের জন্য সংবিধান রচনা করা সহজ কাজ ছিলনা। ড. বি আর আম্বেদকর আমাদের জন্য এমনই একটি সংবিধান রচনা করে দিয়েছেন যা দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন রেখা। আজ বিকেলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলো বলেন। আজকের আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল- সামাজিক ন্যায় ও ড. বি আর আম্বেদকর। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আলোচনা সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। তিনি এবং অতিথিগণ আম্বেদকরের প্রতিকৃতিত্বে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আজ ১৪ এপ্রিল দিনটিতে সারা পৃথিবীতে যারাই জন্ম গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আম্বেদকরই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আজকের দিনটি আম্বেদকরের দিন। এমন একজন মহান ব্যক্তির জন্মদাতা হিসেবে আমি তাঁর পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবিধানই হলো আইনের মাপকাঠি। তিনি ভারতবর্ষের জন্য দিশা তৈরী করে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ দেব ২৬ নভেম্বর দিনটিকে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান দিবস ঘোষণা করার জন্য। গত ৭০ বছরে দেশে বিভিন্ন সরকার এসেছে কিন্তু কেউ ২৬ নভেম্বর দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসেবে ঘোষণা করেনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আম্বেদকর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে ১০০ জনকে স্কলারশিপ দিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল আন্তর্জাতিক স্তরে বাবা সাহেবের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য। এই উদ্যোগ আগেও নেওয়া যেত। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জন্যই এই কাজগুলি অপেক্ষা করছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতপাত এক সময়ে ভারতে প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাবা সাহেবকে অনেক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন মহান ব্যক্তিত্ব। মহান ব্যক্তিদের দূরদৃষ্টি থাকে। আজ থেকে ৫০/৬০/১০০ বছর পর কি হতে পারে তা তারা বুঝতে পারেন। এত বছর আগে রচনা করা সংবিধান তাই এখনো গ্রহণযোগ্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাবা সহেবের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কর্মসূচিকে গ্রামস্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। আজকের দিনটি সামাজিক ন্যায় দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আজ বাবা সাহেবের জন্মদিনে ছত্তিশগড়ে গিয়ে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্পে ১০

কোটি গরীব ভারতবাসী ৫ লক্ষ টাকা বীমার সুযোগ পাবেন। ত্রিপুরার ৫ লক্ষ পরিবার বিনামূল্যে এই বীমার সুযোগ পাবেন। আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে তা চালু হবে। আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভাল না হওয়ায় হাজার হাজার রোগীকে বহি:রাজ্যে যেতে হচ্ছে চিকিৎসার জন্য। গরীবরা চিকিৎসার জন্য যেন কষ্ট না পায় ভারত সরকার সেই ব্যবস্থা করেছে। তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আম্বেদকর জয়ন্তী পালন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচি অনুযায়ী ১৮ এপ্রিল স্বচ্ছ ভারত পর্ব উদ্‌যাপন করা হবে। তাতে গ্রাম চিহ্নিত করে যেখানে এখনো উন্মুক্ত শৌচালয় রয়েছে সেখানে ও ডি এফ করা হবে। ২০ এপ্রিল থেকে গ্রামের গরীব মহিলাদের জন্য উজ্জ্বলা পঞ্চায়েত যোজনায় ১৫ হাজার নতুন এল পি জি কানেকশন দেওয়া, ২৪ এপ্রিল থেকে পঞ্চায়েতী রাজ দিবস, ২৮ এপ্রিল গ্রাম শক্তি দিবস, ৩০ এপ্রিল আয়ুষ্মান যোজনা, ২ মে কিষান কল্যাণ কার্য সভা এবং ৫ মে কৌশল বিকাশ মেলা প্রভৃতি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সব প্রকল্পই নেওয়া হয়েছে দেশের গরীব অংশের মানুষের জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিপীড়িত, শোষিত মানুষকে অন্যদের মতো এক জায়গায় আনার জন্য সংবিধানে সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাবা সাহেবেরও স্বপ্ন ছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ। গান্ধীজি, আম্বেদকর, নেতাজী, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ যে স্বপ্ন দেখেছেন তারই ভাষাগত বহিঃপ্রকাশ হলো-সবকা সাথ সবকা বিকাশ। তিনি বলেন, যে দেশে গান্ধীজী, বিবেকানন্দ, আম্বেদকরের জন্ম হয়েছে সেই দেশের মানুষ হয়ে আমরা গর্ববোধ করি। তিনি বলেন, নিজের জীবনের মধ্যে, নিজের কাজের মধ্যে বাবাসাহেবকে দেখতে হবে। তবেই আম্বেদকরের প্রতি, দেশের প্রতি আমরা নিষ্ঠা দেখাতে পারব।

আলোচনা সভায় অংশ নেন প্রধান বক্তা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসার সত্যদেও পোদ্দার, বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আয়োজক তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল এইচ ডালং। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শোসক মিলিন্দ রামটেকে। আলোচনা সভার পর আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। পরে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আম্বেদকরের স্বপ্ন-আদর্শ ও দিশাকে অনুসরণ করে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের স্বপ্ন, আদর্শ ও দিশাকে অনুসরণ করে সমাজের জন্য কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আম্বেদকর চেয়েছিলেন, ছোট-বড় বা উঁচু-নীচুর মধ্যে কোন বিভেদ না রেখে সবার উন্নয়ন ঘটানো। আজ সকালে ও এন জি সি কমপ্লেক্স-এ ভারতরত্ন বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৭তম জন্ম বর্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী এই কথাগুলি বলেন। শুরুতে তিনি ও এন জি সি প্রাঙ্গণে ড. বি আর আম্বেদকরের নবনির্মিত ৭ ফুট উচ্চ পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তিরও আবরণ উন্মোচন করেন। ও এন জি সির অল ইন্ডিয়া এস সি/ এস টি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, আগরতলা শাখা ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা এবং দু:স্থ ব্যক্তিদের কম্পিউটার, বাদ্যযন্ত্র, ক্রীড়া সামগ্রী, রিক্সা, বাইসাইকেল সহ বিভিন্ন সামগ্রীও বিতরণ করা হয়। এছাড়া, বিগত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী এবং মেধাবী ৬ জন ছাত্র ছাত্রীকে পুরস্কৃতও করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের হাতে উল্লিখিত সামগ্রীগুলি তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে বলেন, বাবা সাহেব আম্বেদকর হলেন ১২৬ কোটি মানুষের এই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র নায়ক। তাঁর দেখানো পথে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আম্বেদকরের আদর্শ অনুসরণ করেই সবকা সাথ সবকা বিকাশ-এর কথা ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, আম্বেদকরের মতো নিজ দেশের মহাপুরুষদের আদর্শকে তুলে ধরা উচিত। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরকারে এসে ২৬ নভেম্বর দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়ায় ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এর ফলে সর্বত্র তাঁর আদর্শের বার্তা পৌঁছেছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিশু বয়স থেকেই আম্বেদকর জাতপাতের শিকার হয়েছেন। ঐ সময় দেশের লাখো শিশু ও ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার হতো। কিন্তু ঐ সময়ও তাঁর স্কুলের এক ব্রাহ্মণ শিক্ষক ছিলেন, যিনি আম্বেদকরকে ডেকে এক সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করতেন, আম্বেদকরকে পড়াশুনার জন্য আর্থিক ভাবেও সহায়তা করতেন। সেই বিষয়টাও লক্ষ্য করার বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দৃঢ় মানসিকতা থাকলে যে কোন ব্যক্তি কাজে সফল হবেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়ে এই এলাকার উন্নয়নে যে উদ্যোগ নিয়েছেন এর উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার আগামী ৩ বছরে ত্রিপুরাকে দিশা দেখাবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে অনেক সম্পদ রয়েছে। এছাড়া আছে ছবিমুড়া, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ও ঊনকোটির মতো উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান। তিনি ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রকে বিশ্বের অনেক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র থেকে কোন অংশেই কম নয় বলেও উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে জনগণের সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। এই ক্ষেত্রে মানুষের কাছে পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো বিষয়গুলি পৌঁছে দেয়া প্রতিটি সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। বর্তমান সরকার এই সব পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও এন জি সিঞ্চর আগরতলা এলাকার একটিভিটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক দিলীপ সরকার এবং অল ইন্ডিয়া এস সি/ এস টি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি পি আর মিলি (শিব সাগর)। ও এন জি সির ত্রিপুরা এসেটের এসেট ম্যানেজার গৌতম কুমার সিংহ রায়ও অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন ও এন জি সির অল ইন্ডিয়া এস সি/ এস টি এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের আগরতলা শাখার চেয়ারম্যান মানিকলাল দাস। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে ও এন জি সির পক্ষ থেকে স্মারক উপহার দেয়া হয়।